বুধবার ॥ গাইবান্ধা, ৮ মার্চ-২০২৩, ২৩ ফাল্গুন ১৪২৯, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৫১, মূল্য ৩ টাকা।

দৈনিক মাধুকর
www.emadhukar.com

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩

"ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন"

বিশেষ ক্রোড়পত্র

SKS এসকেএস ফাউণ্ডেশন

নারী ও শিশু সুরক্ষায় ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা

একজন নারী কারো মা, কারো বোন, কারো স্ত্রী। সমাজে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় থাকলেও তারা সবাই নারী। আবার নারী-পুরুষ মিলে একটি পরিবার। কিন্তু পরিবারে নারী-পুরুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতি সব সময় থাকে না। ফলে অধিকাংশ সময় নারীরা নির্যাতিত হয়। আর নারীরা নির্যাতিত হলে সেই পরিবারের শিশুরাও নিগৃহীত হয়। সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি দুর্যোগের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনাও কম নয়। এভাবে সমাজে নারী ও শিশুরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিগত ৩৫ বছর ধরে মাঠ পর্যায়ে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সময়ে এসকেএস- এর বাস্তবায়িত বেশ কয়েকটি প্রকল্পে নারী ও শিশু সুরক্ষায় ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পৃক্ত। এ কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সেই প্রেক্ষিতে অংশীজনদের মাঠ পর্যায়ে নারী ও শিশুদের ওয়াশ ও স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে ধারনা ও

অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাগুলো নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এবং দেশের উন্নয়ন সেক্টরের অংশীজনদের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একটি বিশেষ সংলাপের আয়োজন করে এসকেএস।

গত ৮ ডিসেম্বর ২০২২, গাইবান্ধায় 'নারী ও শিশু সুরক্ষায় ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা' শীর্ষক সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চল বিশেষকরে গাইবান্ধায় নারী ও শিশুদের ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়গুলোর পর্যালোচনা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সুশীল সমাজসহ গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয় নির্ধারণ করতেই আয়োজিত হয় এই সংলাপ। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, গাইবান্ধা। সংলাপে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গ্রামীণ নারী নেতৃত্ব, সাংবাদিক, কমিউনিটি লিডার ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাসহ ৬০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২২- এর প্রতিপাদ্য *'সবার মাঝে ঐক্য গড়ি, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করি'* কে কেন্দ্র করে আয়োজিত হওয়ায় সংলাপে নারী ও শিশুর ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়গুলি আলোচনায় আরও বেশি গুরুত্ব পায়। সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ আজ ছাপানো হলো।

ডা. আব্দুল্লাহেল মাফী

সমাজের প্রতিটি স্তরেই নারী নির্যাতন হচ্ছে। নারী নির্যাতন শুধু আমাদের দেশে নয়, উন্নত বিশ্বেও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। আবার নির্যাতন শুধু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নয়, সমাজের উচু শ্রেণির পরিবারেও বিদ্যমান। তাই নারী সবখানেই নির্যাতিত হচ্ছেন। নির্যাতন শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও হচ্ছে। আবার নির্যাতন শুধু অর্থাভাবে নয়, আমাদের নেতিবাচক মানসিকতার কারণেও হয়। তাই সবার আগে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তন ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। নারীর ওয়াশ সেবা সম্পর্কে বলতে হয়, আমাদের দেশের স্কুল-কলেজসহ পাবলিক জায়গাগুলোতে যে টয়লেট তৈরি করা হয়, সেগুলোর অবস্থান বেশ দূরে দূরে। টয়লেটগুলো অধিকাংশ সময় পরিষ্কারও থাকে না। দূরত্বের কারণে ছাত্রীরা স্কুলের টয়লেট ব্যবহার করতে ভয় পায়। নোংরা থাকার জন্যও সেগুলো ব্যবহারে অনীহা থাকে। কোভিডের কারণে হাত ধোঁয়া গুরুত্ব পেলেও, এখন আবার শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধিগুলো আমরা জানি, তবে সেগুলো মানি না। সমস্যা হলো আমরা যা শিখি, তা পালন করি না। আমাদের সেগুলো পালন করতে হবে। এখানে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় করে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে আমাদের বিচ্ছিন্নভাবে নয়, একযোগে কাজ করতে হবে।

সিভিল সার্জন, গাইবান্ধা

নার্গিস জাহান

এখন প্রত্যেক বাবা মায়ের চাহিদা হলো একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। দুটি সন্তানই ছেলে হলে তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু দুটি সন্তানই মেয়ে হলে, আমরা খুশি হতে পারি না। খুশি হতে পারি না বলেই, নারীরা তাদের মায়ের পেট থেকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত। আমরা দেখেছি, নারী নির্যাতন শুরু হয়- অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে প্রথমেই তার মানবিক ও মানবাধিকার খর্ব হয়ে যায়। সে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষ হিসেবে তার যে অধিকার, সে সকল অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে যে মামলা আসে, সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যাদের বাল্যবিবাহ হয়েছে, তাদেরই বেশি সমস্যা হয়েছে। গাইবান্ধায় বাল্যবিবাহের হার প্রায় ৪৪ শতাংশ। এটা খুবই আশঙ্কার। আমি মনে করি বাল্যবিবাহ দেয়া ও হত্যা করা একই কাজ। অনেক পরিবারে মেয়েদের পড়াশোনা করানো নয়; বাবা-মায়ের চিন্তা থাকে মেয়েদের বিদায় দেওয়ার। আবার শ্বশুর বাড়িতে গেলে, মেয়েদেরকে নানাভাবে মানিয়ে নিতে হয়। না পারলে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে; কিন্তু বাবার বাড়িতে তখন আর জায়গা হয় না। আমাদের সমাজব্যবস্থায় ও চিন্তায় নারীরা আসলে মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাই আমাদের ভাবনার জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। সেটা নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করতে হবে। কন্যাশিশুকে বিবাহযোগ্য করে নয়, তাদেরকে সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে মায়েরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা মায়েদের ঘনিষ্ঠ হয়। একজন মা চাইলেই তার মেয়েকে দাঁড়িয়ে দিতে পারেন।

উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাইবান্ধা

ডা. শামীমা বিলকিস

অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার জন্য তাদের গর্ভাধারণ যে ঝুঁকির মধ্যে থাকে সে বিষয়ে মানুষ সচেতন নয়। চরাঞ্চলে এটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তাই মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। আমাদের দেশে যেখানে প্রতি লাখ শিশু জন্মে ১৭৬ জন মা মারা যান, সেখানে গাইবান্ধায় প্রতি লাখ শিশু জন্মে ২২৩ জন মা মারা যান। আবার জাতীয়ভাবে যেখানে প্রতি হাজার শিশু জন্মে ২৮ জন শিশু মারা যাচ্ছে, সেখানে গাইবান্ধায় প্রতি হাজার শিশু জন্মে ৩২ জন মারা যাচ্ছে। গাইবান্ধায় ১৫৪টির মতো চর রয়েছে। সেখানে মা ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি। এখানে একদিকে যেমন অভাব, অন্যদিকে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক কু-প্রথা রয়েছে। এই দুই মিলে নারী ও শিশুদের অবস্থাকে খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। নারী ও শিশুর প্রতি বীভৎস্য নির্যাতনের চিত্র ফুটে ওঠে সরকারি হাসপাতালগুলোর One-Stop Crisis Cell (OCC)- এ আসা মা ও শিশুদের নির্যাতনের বিবরণ শুনে। দুর্যোগের সময় নারীর প্রতি নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। সুস্থ্য স্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানির খুবই দরকার। নোংরা পানি পান করলে নারী ও তার অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। আমরা জানি, দূষিত ও নোংরা পরিবেশ মানুষের বিকাশে অন্তরায়। তাই সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু স্কুলগুলোতে নয়, নারীর কর্মস্থলগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা পরিষ্কার শৌচাগার থাকা দরকার। সেখানে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নেন, সেই হাসপাতালগুলোর টয়লেটও পরিষ্কার নয়। দেখা যায় রুম, বিল্ডিং সবই সাজানো-গোছানো শুধু শৌচাগারটিই খারাপ, নোংরা ও অগোছালো। আমাদের সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

টেকনিক্যাল ম্যানেজার, মমতা প্রকল্প, গাইবান্ধা

মো. হারুনুর রশিদ

এ অঞ্চলের পানিতে আয়রণ একটি বড় সমস্যা। অনেকের ধারণা রয়েছে, টিউবওয়েল গভীরে স্থাপন করলে আয়রণ আসবে না। এখানে ৩০ ফিটের পানি অনেকটা আয়রণমুক্ত। তবে গভীরে গেলে যে আয়রণমুক্ত পানি পাওয়া যাবে তাও বলা মুশকিল। আরো মুশকিল হলো টিউবওয়েল স্থাপন করার সময় তাৎক্ষণিকভাবে পানিতে আয়রণ জানা যায় না। তা জানতে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়। আরো গভীরে যেতে হবে। ২০০ ফিটের মধ্যে গেলে সে পানিতে আয়রণ থাকে না।

চেয়ারম্যান, গিদারী ইউনিয়ন, গাইবান্ধা সদর

মাহাফুজা খান

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও দুঃখের বিষয় নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। মেয়ে সন্তানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে আমাদের সমাজে মায়েদের ওপর মানসিক নির্যাতন আসে। আর মায়ের ওপর এই নির্যাতন গিয়ে পড়ে সন্তানের ওপর। তবে পারিবারিকভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলে এইসব দ্বন্দ্ব অনেকটাই দূর হবে। দেশে বিভিন্ন স্তরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকলেও, সেখানে নারীরা যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন, তাও না। পৌরসভায় মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীরাও যে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। এইজন্য সর্বপ্রথমে নারীদের মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবারে নারীর মূল্যায়ন না হলে, সমাজে ও দেশেও নারীর মূল্যায়ন হবে না।

সভাপতি, জেলা মহিলা সংস্থা, ও কাউন্সিলর, গাইবান্ধা পৌরসভা

খন্দকার জাহিদ সরওয়ার

এসকেএস ফাউণ্ডেশন দেশের উত্তরাঞ্চলে নিবিড়ভাবে কাজ করে। সে কারণে এসকেএস বন্যা ও নদীভাঙ্গনসহ অন্যান্য দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট এ অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ সম্পর্কে অবগত। বন্যা ও নদীভাঙ্গনে এই এলাকার মানুষের বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা দেখা দেয়। বন্যায় ল্যাট্রিন ও নলকূপ তলিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সংকট দেখা দেয়। পুরুষেরা কোনমতে এ সংকটে জীবন চালিয়ে নিতে পারলেও নারী ও শিশুরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়; স্বাস্থ্যহানিতে ভুগেন। আবার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা করে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় নারীরা খোলা জায়গায় ও দূষিত পানিতে রান্না, স্নান সারতে বাধ্য হয়। ফলে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারেন না। ঋতুকালীন পরিচর্যাও তাদের হয় না।

সরকারী, বেসরকারী ও কমিউনিটি পর্যায়ে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো অপরিষ্কার; ব্যবহারের উপযোগী নয়। বর্তমানে স্কুল ও কলেজগুলোতে নতুন বিল্ডিং তৈরি করে যে ওয়াশ ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব এবং ছাত্রীদের ঋতুকালীন পরিচর্যার জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তকে প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষার যে পাঠ রয়েছে, যেগুলোও ক্লাসে ঠিকমতো আলোচনা করা হচ্ছে না। জনসমাগমের স্থানগুলোতে বিশেষ করে হাট-বাজারগুলোতে এখনো নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট নেই। ফলে নারীরা লজ্জা ও নিরাপত্তাবোধ থেকে সেই টয়লেটগুলো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছেন। অবকাঠামোগত অব্যবস্থার পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যগত সচেতনতার অভাবও রয়েছে। বিশেষকরে চরের নারীরা মাসিক ব্যবস্থাপনায় এখনো নোংরা কাপড় ব্যবহার করেন। এতে তারা যৌন স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে পড়েন। কোভিড প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে মানুষের যে সর্তকতা দেখা গিয়েছিল, তা এখন দেখা যাচ্ছে না। ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও শিশুদের গুরুত্ব দিয়ে বর্ধিত ওয়াশ বাজেট বরাদ্দ নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা তাদের ভাবনা থেকেই সিদ্ধান্ত নেন; তাই তাদের ভাবনায় নারীদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটে না। এই সব সমস্যা সমাধানে নারীদের সচেতন ও একত্রিত হয়ে তাদের দাবি আদায়ে কাজ করতে হবে। সরকারি দপ্তরের যে প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তারা ওয়াশ ডিজাইন করেন তাদের সাথে আলোচনা ও দাবী তুলে ধরতে হবে। বিয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া নারীর অধিকার। মা হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত ও অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া দরকার।

সহকারী পরিচালক, ফিল্ড অপারেশন, এসকেএস ফাউণ্ডেশন

মো. মামুনুর রশিদ

শরীরের সুস্থতার জন্য ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এটা শিক্ষা, সচেতনতা ও অনুশীলন এই তিন- এর সমন্বয়ে সমাধান করা সম্ভব। মা, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। একজন মা যদি নিজে স্বাস্থ্য সচেতন হন, তাহলে তাঁর শিশুও সুস্থ থাকে। সেই সাথে পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্য সচেতন ও সুস্থ থাকবে। এইজন্য প্রতিটি পরিবারে মায়ের ওপর বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা ঠিক করতে না পারলে, আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না। সচেতনতা ছাড়া সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি এই এলাকায় টিউওবয়েলগুলো টয়লেটের কাছাকাছি স্থাপিত। টয়লেটের কাছাকাছি থাকার কারণে ৩০ ফিটের টিউবওয়েলগুলোর পানি পান করা নিরাপদ নয়। এজন্য এই টিউবওয়েলগুলোর গভীরতা নূন্যতম ৯০ ফিট হওয়া দরকার।

উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, গাইবান্ধা

ইয়াসমিন বেগম

বন্যার সময় ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনগুলো তলিয়ে যায়। কিন্তু বন্যার পানি সরে যাওয়ার পরও তলিয়ে যাওয়া টিউবওয়েলগুলো অনেকক্ষেত্রে আর ব্যবহার করা যায় না। সেগুলো ভেঙ্গে যায়। নতুন করে টিউবওয়েল স্থাপণ করতে হয়। টাকার অভাবে অনেকে সেগুলো আর মেরামত বা নতুন টিউবওয়েল স্থাপন করতে পারে না। এটা একটা বড় সমস্যা।

নারী নেত্রী, বোয়ালী ইউনিয়ন, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা

ফরিদ আহম্মেদ

নারী নির্যাতনের সামাজিক কারণ রয়েছে। আবার দুর্যোগের কারণেও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। গাইবান্ধার দুর্যোগপ্রবণ ৪টি উপজেলার মানুষ বন্যার সময় আশেপাশের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নেন। তবে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে না। এতে একসাথে অনেক নারী-পুরুষ গাদাগাদি করে থাকার কারণে নারীরা যেমন যৌন হয়রানির শিকার হন, তেমনি তাদের স্বাস্থ্যহানিও ঘটে। আবার নারীদের আলাদা টয়লেট, গোসলখানা ও ঋতুকালীন পরিচর্যার ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সমস্যা হয়। তাই দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা খুবই প্রয়োজন।

নির্বাহী পরিচালক, ওমেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, গাইবান্ধা

স্বপ্না বেগম

নদীভাঙ্গনের কারণে আমাদের অনেকের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন চলে গেছে। কিন্তু ঘর যায়নি কেন? কারণ ঘরগুলো মজবুত করে তৈরি করা হয়; ল্যাট্রিনগুলো মজবুত হয় না। নতুন জায়গায় এসে মাথা গোঁজার ঠাঁই করা হলেও টয়লেট ও টিউবওয়েল নতুন করে স্থাপন করা হয় না। সবকিছু তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিউবওয়েলও তলিয়ে যায়। পাশাপাশি টিউবওয়েল-এর পানিতে আয়রণ বেশি। আর্সেনিক সমস্যাও রয়েছে। পানির অবস্থা সম্পর্কে ব্যবহারকারীর ভাল ধারনা নেই। টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করা দরকার।

নারী নেত্রী, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

কেএম রেজাউল হক

শিশু ও নারী সুরক্ষা আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি, যা আমরা জাতিসংঘের কাছে ওয়াদা করেছি। নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য দেশে পর্যাপ্ত আইন রয়েছে। তারপরও নারী ও শিশু নির্যাতন চলছে। তার মানে আইন করে তা কমানো যাচ্ছে না। তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের মনমানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। আইন তো আছে, ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে, সামাজিক মূল্যবোধ রয়েছে। তার মানে এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে কাজ করছে না। শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। একে অন্যকে সম্মান করতে হবে। আমাদের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক সময় আমরা হাত ধুই না। আবার হাত ধোয়ার যে পানি থাকে তা কখনো কখনো হাতে থাকা জীবাণুর চেয়েও ভংকর। শিশুরা সব সময় মুখে হাত দেয়। তাই শিশুর হাতও পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের বাড়িতে ওয়াশ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বেশি হলেও ওয়াশ সংক্রান্ত সেমিনারে নারীরা মাত্র ২০% উপস্থিত থাকেন এবং কম কথা বলেন। ওয়াশ সেক্টরে নারীর নেতৃত্বের দরকার রয়েছে। নারীদের এ বিষয়ে কথা বলতে হবে। যৌনতা ও ঋতুকালীন বিষয়গুলো আমরা লজ্জার বিষয় হিসেবে দেখি। এই লজ্জাবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গ্রামীন নারীর মাত্র ২৩% নারী প্যাড ব্যবহার করেন। স্কুলগামী ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ১০% প্যাড ব্যবহার করেন। ৪০% মেয়ে রয়েছে যারা মাসে ৩ দিন স্কুলে যান না। যেহেতু স্কুলে আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। মাত্র ২২% স্কুলে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট রয়েছে। এই বিষয়গুলো থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে।

সভাপতি, গাইবান্ধা প্রেসক্লাব

এসএম সাঈদ হাসান

মা একজন নারী। তাই আমাদের শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত মায়ের প্রতি তথা নারীদের প্রতি। আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেব। সর্বাগ্রে দরকার শিক্ষা। যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত, সে জাতি ততো বেশি উন্নত। শিক্ষাকে প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বই যথাসময়ে পাওয়া যাচ্ছে। উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট রয়েছে। মেয়ে সন্তান যতো শিক্ষিত হবে নারী নির্যাতন ততো কমবে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। পাশের ক্ষেত্রে মেয়েরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর করা হয়েছে। মেয়ে সন্তান যতো বেশি শিক্ষিত হবে, সেই সংসারে মেয়ে সন্তানের ওপর নির্যাতনও ততো কম হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সদর

ড. অনামিকা সাহা

স্কুল, শিক্ষার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোতেই যখন শিক্ষার্থীদের প্রজনন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা জড়তা থাকে, তখন শিক্ষার্থীদের ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সচেতনতার কথা বলা বেশ কঠিন। পাঠ্যপুস্তকে থাকা স্বাস্থ্যবিধিগুলো কোন শিক্ষক পড়াচ্ছেন তার উপরও বিষয়টি নির্ভর করে। এখানে একটি সংকোচ বোধ রয়েছে। আবার দেশের সকল বিদ্যালয়ে সমানভাবে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশে প্রতি ৪টি প্রাইমারী স্কুলের ১টিতে খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে স্যানিটেশন ও হাইজিন আরও অনেক দূরের কথা। নিরাপদ পানি যেখানে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকার, সেখানে নিরাপদ পানিও রয়েছে ঝুঁকির মুখে। সমস্যা হলো স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু মানি খুব কম। একজন নারী জন্মের পর থেকেই বিশেষভাবে বড় হয় বিশেষ প্রয়োজন নিয়ে। সে আগামীতে মা হয়ে উঠবে। আস্তে আস্তে তার বিশেষ প্রয়োজনগুলোর বিশেষভাবে জরুরি হয়ে ওঠে। যদি আমরা পরবর্তীতে একটি সুস্থ জাতি পেতে চাই। তাহলে আমাদের সুস্থ নারীর দরকার। সকল কিছুকে সহ্য করার শক্তি কেবলমাত্র নারীর মধ্যেই থাকে। তাই নারীকে কোনো নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং নারীর নিরাপত্তাহীনতার কারণগুলো দূর করতে হবে।

উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

গোলাম মোস্তফা কামাল

বন্যা ও নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে এর সাথে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। বন্যায় এখানে যে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থা করা হয়, সেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। সংবাদমাধ্যম লেখনির মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে কোনো নারী চৌকিদার নেই। যদি এখানে দু'জন করে নারী চৌকিদার সংযুক্ত করা যেত তাহলে নারীদের অনেক সহায়তা হতো। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় হাতধোয়া যে গুরুত্ব পেয়েছিল, তা এখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। হাতধোয়া কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে চালিয়ে যেতে হবে।

চেয়ারম্যান, উড়িয়া ইউনিয়ন, ফুলছড়ি উপজেলা, গাইবান্ধা

মনিরুল ইসলাম

নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা- একই সাথে দু'টো কাজই করতে হচ্ছে। উন্নয়নের ধারায় নারীদের আর্থিক উন্নয়ন হলেও সামাজিক উন্নয়ন সে তুলনায় হয়নি। তাই তো নারীরা এখনো নির্যাতিত হচ্ছে। আবার দুর্যোগের সময় দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্যসামগ্রী বা ত্রাণসামগ্রী বিতরণের দিকে যতটা নজর দেয়া হয়, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার দিকে ততটা নজর দেয়া হয় না। আবার বিশুদ্ধ পানির জন্য টয়লেট থেকে নলকূপের দূরত্ব ১০ মিটার এবং ৯০ ফিট গভীরতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যাদের সেই পরিমাণ ভিটেমাটি বা সামর্থ্য নেই, তাদের কী হবে? তাদের কথাও ভাবতে হবে।

উপসহকারী পরিচালক, উদ্যোগ ফাউণ্ডেশন, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা

শুভেচ্ছা বাণী

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য "ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন"। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে রয়েছে নারীর অংশীদারিত্ব। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনেও রয়েছে নারীদের ভূমিকা। কিন্তু উন্নয়নের সুফল লাভের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে নারীরা। বিগত একযুগে শিক্ষা, কর্ম ও মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সন্তোষজনক নয়।

ডিজিটাল প্রযুক্তি একটি সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহার করে নারীরা তাদের মেধা ও কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটাবে এটাই কাম্য। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে নারীদেরকে দূরে রেখে নারীর উন্নয়নকে এক প্রকার বাধাগ্রস্তই করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে নারীদেরকে দূরে রাখার পেছনে কারণ হলো নারীর প্রতি সমাজের ধারণা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ও সংস্কৃতি। প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। মেয়েদের বিয়ের বাইরে সম্পর্কে জড়ানোর ভয়ে তাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে দূরে রাখা হয়। আরও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অনুমতিই নেই। এভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সুযোগ লাভের বৈষম্য তৈরি করে নারীদের পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। খর্ব হচ্ছে নারী অধিকার।

উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিশ্বাস করে এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে নারীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখলে নারীরা মেধা ও কর্মদক্ষতায় পিছিয়ে পড়বে। তাতে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারীর উন্নয়ন অংশগ্রহণ আমরা হারাবো। যা আগামী উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাড়াবে। তাই ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে নারীদের দূরে নয়, প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই প্রযুক্তির সাথে পথ চলেই আগামীতে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে এসকেএস তার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন ডিজিটাল প্রযুক্তির সংযুক্তি নিশ্চিত করেছে, তেমনি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে গ্রামীণ নারীর সংশ্লেষ ঘটিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। "ই-কমার্স"-এর মতো উদ্যোগগুলোতে এসকেএস নারীর সংশ্লিষ্টতা ঘটিয়ে গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে "ভয়েজ কল"- এর মাধ্যমে এসকেএস বন্যার পূর্বাভাষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিচ্ছে; যার মাধ্যমে নারীরাই উপকৃত হচ্ছে বেশি। এছাড়া স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থা স্থাপনের সাথে "ভেন্ডিং মেশিন" স্থাপনের মাধ্যমে এসকেএস নারী শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় কাজ করছে। টেলিমেডিসিন, অনলাইন আর্থ-সামাজিক জরিপ ও আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এসকেএস ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যতীত যেমন উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি এই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নারী-পুরুষ বৈষম্য সৃষ্টি করেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সভ্যতার বিকাশে যেমন নারী-পুরুষের রয়েছে অবদান, তেমনি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার ও উদ্ভাবনেও চাই নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের চাওয়া হোক-ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে নারীদের দূরে নয়, বরং নারীর সংশ্লেষ ঘটিয়েই নিরসন করতে হবে নারী-পুরুষ বৈষম্য।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল নারীর প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউণ্ডেশন

ঝর্ণা বেগম

টাকা-পয়সার অভাবে গ্রামের গরীব মানুষ হাসপাতালমুখী হতে চান না। আবার হাসপাতালে রোগী নিয়ে গেলে ডাক্তার অনেক ধরণের টেস্ট দেয়, যা ব্যয়বহুল। এছাড়া যেকোনো সেবা নিতে গেলে, টাকা ছাড়া পাওয়া যায় না। সেবাদানকারীদের অবহেলাও দেখা যায়। চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায়, সেখান থেকে আসাটাও বড় কঠিন। হাসপাতালে গেলে রোগী ধরার জন্য লোক লাগে। লোক না থাকায় তারা হাসপাতালে আসতে চায় না।

নারী নেত্রী, মুক্তিনগর ইউনিয়ন, সাঘাটা, গাইবান্ধা

যোসেফ হালদার

নারী-পুরুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে একটি পরিবার, পরিচালিত হয় সমাজ। কিন্তু নারী-পুরুষের অবস্থান সবসময় শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির হয় না। ফলে নারীরা নির্যাতিত হন, শিশুরাও নিগৃহীত হয়। সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি দুর্যোগের সময় নারী ও শিশু নিগৃহিতীর ঘটনাও কম নয়। এভাবে সমাজে নারী ও শিশুরা বঞ্চনার শিকার। বাল্যবিবাহও শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকেই মেয়েদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে মেয়েদের যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়, তেমনি তার মনোবৃত্তির বিকাশও বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে অর্থনৈতিক দৈন্যতার সাথে সেখানে আমাদের চিন্তার দৈন্যতাও রয়েছে। পরিবারে ওয়াশ সেবা সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকা প্রধান। আবার যেকোনো দুর্যোগে প্রথম ধাক্কাটা আসে নারী ও শিশুদের উপর; কারণ দুর্যোগে ভেঙ্গে পড়ে ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবা। যার বড় ধরনের প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুদের উপর। এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিশ্বাস করে, যেমন পরিবার ও সমাজে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পক্ষ্যে তাঁদের সচেতন করতে হবে, তেমনি পুরুষকে হতে হবে নারীদের সহায়ক। ওয়াশ ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নও ঘটাতে হবে সমাজের নারী ও শিশু সুরক্ষার বিষয়কে কেন্দ্র করে। এটা তাদের অধিকার।

পরিচালক- অ্যাডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন, এসকেএস ফাউণ্ডেশন

সুপারিশমালা

- নারী যেন তার সন্তানকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখায় পরিবারেই তার উদ্যোগ প্রয়োজন।
- জনসমাগমস্থলে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষা স্কুলে পড়ানো বাধ্যতামূলক করা।
- সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com